গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়
অধ্যক্ষের কার্যালয়
শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট
গৌরনদী, বরিশাল।
email: sarsti.gournadi@gmail.com

স্মারক নং- বস্ত্র/শআরসেটেই/গৌর/বরি/ইনোভেশন/৮১/২০১৯/১৬১ তারিখঃ ১০-০৯-২০২০ খ্রিঃ

বরারব,

মহাপরিচালক
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
বিটিএমসি ভবন(১০ম তলা)
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ- উদ্ভাবনী ধারণা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং ২৪.০২.০০০০.০০১.১৮.০২০.১৯.৯১ তারিখঃ ৩০-১০-২০২০ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে,অত্র প্রতিষ্ঠানের ইনোভেশন টিম " বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পূর্নব্যবহার বিষয়ে একটি উদ্ভাবনী ধারনা তৈরী করেছেন।

এমতাবস্থায়, অত্র ইন্সটিটিউট এর ইনোভেশন টিম কর্তৃক উদ্ভাবনী ধারনাটি আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রেরন করা হলো।

১০/০৯/২০২০

ইঞ্জিঃ মোঃ হুমায়ুন কবির
অধ্যক্ষ (অতিঃ দাঃ)
শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী,বরিশাল।

স্মারক নং- বস্ত্র/শআরসেটেই/গৌর/বরি/ইনোভেশন/৮১/২০১৯/১৬১(২) তারিখঃ ১০-০৯-২০২০ খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আনুলিপি প্রেরন করা হলো-

১. ফোকাল পয়েন্ট, ইনোভেশন টিম, বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।।
২. অফিস নথি।

১০/০৯/২০২০

ইঞ্জিঃ মোঃ হুমায়ুন কবির
অধ্যক্ষ (অতিঃ দাঃ)
শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী, বরিশাল।

উদ্ভাবনী ধারণা

ধারনার বিষয়ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পূণর্ব্যবহার

ভূমিকাঃ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পূণর্ব্যবহার (Recycling) এবং নিষ্কাশনের (Disposal) সমন্বি প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই শব্দটি দিয়ে সাধারণত মানুষের কার্যকলাপে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংক্রান্ত কাজগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে; ঐ ব গুলোর থেকে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ক্ষতিকারক প্রভাব প্রশমিত করার জন্য, কিংবা পরিবেশের সৌন্দর্য্য রক্ষার কাজগুলোই এই প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয় এছাড়া আবর্জনা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবর্জনা থেকে পরিবেশের ক্ষতি রোধ করার কাজ এবং আবর্জনা থেকে পূণর্ব্যবহারযোগ্য বস্তু আহর সংক্রান্ত কাজও করা হয়ে থাকে। এতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি এবং দক্ষতার দ্বারা কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় বর্জ্য সংক্রান্ত কাজ করা হয়।

বর্জ্যের শ্রেনীবিভাগঃ

বর্জ্যেকে মাটিচাপা দেয়ার উপর ভিত্তি করে ০২ ভাগে শ্রেনীবিভাগ করা হয়ঃ

- পচনশীল
- অপচনশীল

১। পচলশীল বর্জ্যঃ যে সকল বর্জ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পচন সৃষ্টি হয় (খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ, কাগজ ও কাগজজাত সামগ্রী, বিভিন্ন প্রানীজ ও উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ) ইত্যাদি পচনশীল বজ্য। অত্র প্রতিষ্ঠানে যে সকল পচনশীল বজ্য তৈরি হবে সেগুলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হবে । পরবর্তিতে সে গুলোর সাহায্যে জৈব সার তৈরি করা হবে ।

২। অপচনশীল বর্জ্যঃ অপচনশীল যেমন প্লাস্টিক জাতীয় পর্দাথ, ধাতব পর্দাথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনা হতে সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে হবে । পরবর্তীতে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ সমূহকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে পূণর্ব্যবহার উপযোগী করা তোলা হবে । এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হবে অন্য দিকে পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের পূর্নব্যবহার করা যাবে ।

ফলাফলঃ

পচনশীল বর্জ্যের মাধ্যমে জৈব সার তৈরী করা যাবে এবং অপচনশীল পদার্থের মাধ্যমে পূর্নব্যবহার যোগ্য বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তু তৈরি করা সম্ভব হবে । যার ফলে অত্র প্রতিষ্ঠান আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং প্রকৃতিক পরিবেশের সৌন্দয্য রক্ষা করা যাবে ।

10.07.20

১০/০৭/২০২০

মোঃ হুমায়ুন কবির
অধ্যক্ষ (অতিঃ দাঃ)
শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট
গৌরনদী, বরিশাল।